বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ঋণ আদায় বিভাগ

ঋণ আদায় মহাবিভাগ পরিপত্র নং -০২/২০২৫ তারিখঃ ০২ জুলাই ২০২৫

বিষয়ঃ অনাদায়ী ঋণ আদায়/সমন্বয়ে এক্সিট নীতিমালা।

ঋণগ্রহীতার ব্যবসা, শিল্প বা প্রকল্প কখনো কখনো বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে বন্ধ হয়ে যায় অথবা লোকসানে পরিচালিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা হতে গ্রাহকের অন্তর্মুখী নগদ প্রবাহ বন্ধ কিংবা কিস্তি পরিশোধের জন্য নগদ প্রবাহ অপর্যাপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে ব্যাংকের ঋণ আদায় কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। ফলশ্রুতিতে, উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হয়ে যায় যা ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপী পর্যায়ে পড়ে না। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে গ্রাহকের প্রকৃত বিরূপ আর্থিক অবস্থার কারণে ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ এরূপ ঋণ এক্সিটের আওতায় আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্ণিতাবস্থায়, ঋণ আদায়ের মাধ্যমে ব্যাংকের তারল্য প্রবাহ অব্যাহত রাখা ও ব্যাংকিং খাতে শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৩; তাং ০৮ জুলাই ২০২৪ ও বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৫; তাং ১০ মার্চ ২০২৫ অনুসরণ করে ২৬ জুন ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৮৭৯তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক্সিট নীতিমালা নিম্নবর্ণিতভাবে জারি করা হলো।

১। এক্সিট প্রস্তাব বিবেচনায় অনুসরণীয় সাধারণ নির্দেশনাবলী:

১.১) ঋণের শ্রেণিমানের শর্তাদিঃ-

ভবিষ্যতে আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ এরূপ বিরূপমানে শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে প্রকল্প/ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে অথবা ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রকল্প/ব্যবসা বন্ধ করার ক্ষেত্রে নিয়মিত ঋণে এক্সিট সুবিধা প্রদান করা যাবে;

১.২)। ডাউনপেমেন্টঃ

বিদ্যমান লেজার স্থিতির/অবলোপনকৃত ঋণ স্থিতির ৫% হারে ডাউনপেমেন্ট নগদে পরিশোধপূর্বক এক্সিট সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে। **উল্লেখ্য, শাখা কর্তৃক আবেদন প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে এক্সিট প্রস্তাব নিষ্পত্তি করতে হবে।**

১.৩। এক্সিট প্রস্তাব অনুমোদন ক্ষমতাঃ

ক্রম নং	মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ/কমিটি	অনুমোদনের ক্ষমতা
১.১	স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় কমিটিঃ মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ঃ সভাপতি ঋণ ও অগ্রিম সেকশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমহাব্যবস্থাপক ঃ সদস্য সহকারী মহাব্যবস্থাপক, নিরীক্ষা বিভাগ, প্রকা, ঢাকা ঃ সদস্য সহকারী মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ঃ সদস্য সচিব	১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণ সম্বলিত ঋণের এক্সিট প্রস্তাব অনুমোদন ক্ষমতা স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় কমিটির।
১.২	বিভাগীয় কমিটিঃ বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ঃ সভাপতি বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা ঃ সদস্য মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (বিভাগীয় সদর) ঃ সদস্য উপমহাব্যবস্থাপক(পরিচালন) বিভাগীয় কার্যালয় ঃ সদস্য সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয় ঃ সদস্য সচিব	১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণ সম্বলিত ঋণের এক্সিট প্রস্তাব অনুমোদন ক্ষমতা বিভাগীয় কমিটির।
১.৩	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় (ঋণ আদায় মহাবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত)	১০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ১৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণ সম্বলিত ঋণের এক্সিট সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের।
১.৪	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়	১৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ২০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণ সম্বলিত ঋণের এক্সিট সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের।
১.৫	পরিচালনা পর্ষদ	২০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে মূল ঋণ সম্বলিত যেকোনো ঋণের এক্সিট সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা পরিচালনা পর্ষদের।
১.৬	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এবং পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপনযোগ্য প্রস্তাবসমূহ ব্যাংকের সুদ মওকুফ নীতিমালা ০১/২০২৫; তাং ০৩/০৬/২০২৫ এর ০৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত প্রধান কার্যালয়ের সুদ মওকুফ ও ঋণ অবলোপন সুপারিশ কমিটির সুপারিশসহ উপস্থাপন করতে হবে।	
১.৭	এক্সিট সুবিধার আওতায় সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সুদ মওকুফ নীতিমালা ০১/২০২৫; তাং ০৩/০৬/২০২৫ এর ০২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুদ মওকুফ সুপারিশ/অনুমোদন ক্ষমতা অনুসরণীয় হবে।	

বিষয়ঃ অনাদায়ী ঋণ আদায়/সমন্বয়ে এক্সিট নীতিমালা ।

১.৪) এ সুবিধার আওতায় সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ তারিখ: ২১ এপ্রিল ২০২২, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৮ তারিখ: ২৪ মে ২০২২, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪৬ তারিখ: ১৬ নভেম্বর ২০২২ এবং ব্যাংকের বিদ্যমান সুদ মওকুফ নীতিমালা ০১/২০২৫; তাং ০৩/০৬/২০২৫ সহ তদপরবর্তীতে জারিকৃত সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, মওকুফযোগ্য সুদ পৃথক ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে এবং সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ/সমন্বয়ের পর ব্লকড হিসাবে রক্ষিত সুদ চূড়ান্ত মওকুফ হিসেবে গণ্য হবে;

১.৫) এক্সিট সুবিধার আওতায় এক/একাধিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা যাবে। গ্রাহককে অবহিতকরণ পত্র জারীর তারিখ হতে মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য পাওনার উপর প্রচলিত পদ্ধতি ও হারে সুদসহ সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। তবে, পরিচালনা পর্ষদ যুক্তিসঙ্গত কারণ বিবেচনায় সর্বোচ্চ আরও ১(এক) বছর সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন।

২। এক্সিট প্রস্তাব বিবেচনায় অনুসরণীয় বিশেষ নির্দেশনাবলী:

২.১) এক্সিট সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এক্সিট পূর্ববর্তী ঋণের শ্রেণিমান বহাল থাকবে। খেলাপী ঋণগ্রহীতাগণ যথানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হবেন এবং উক্ত ঋণ হিসাবের তথ্য পূর্ববর্তী শ্রেণিমানের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো 'Exit (SS, DF, BL)' হিসেবে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী রিপোর্ট করতে হবে। তবে, নিয়মিত ঋণে এক্সিট সুবিধা প্রদান করা হলে 'Exit' হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে;

২.২) এ সুবিধা বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬/২০২২; তাং ১৮ জুলাই ২০২২ এর আওতায় পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন হিসেবে গণ্য হবে না;

২.৩) এক্সিট সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীকে উক্ত ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ/সমন্বয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোনোরূপ নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না;

২.৪) এক্সিট সুবিধার আওতায় অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার ০৪/২০২৪; তাং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এর নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে;

২.৫) ঋণের বিপরীতে যথানিয়মে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে এবং ঋণ সমন্বয়ের পূর্বে ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানত অবমুক্ত করা যাবে না। তবে, ব্যাংক, গ্রাহক ও ক্রেতা আগ্রহী হলে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে আলোচ্য ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে ঋণ সমন্বয় করা যাবে; এবং

২.৬) এক্সিট সুবিধা প্রাপ্ত ঋণ হিসাবের আদায়যোগ্য পাওনা পরিশোধের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কিস্তি অনুযায়ী আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শর্তানুযায়ী ঋণগ্রহীতা পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে কিংবা অনীহা প্রকাশ করলে জরুরী ভিত্তিতে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতদবিষয়ে কোনোরূপ গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে এক্সিট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়/কর্পোরেট শাখা প্রধান/শাখা ব্যবস্থাপক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দায়ী থাকবেন;

৩। আবেদনকারী ব্যক্তিগণঃ

৩.১) ঋণগ্রহীতা

৩.২) ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারীগণ (ঋণ গ্রহীতা মৃত হলে);

৩.৩) ঋণের জামিনদার এবং জামিনদারের উত্তরাধিকারী/ উত্তরাধিকারীগণ (জামিনদার মৃত হলে);

৩.৪) বন্ধকদাতা এবং বন্ধকদাতার উত্তরাধিকারী/ উত্তরাধিকারীগণ (বন্ধকদাতা মৃত হলে);

৩.৫) ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতার অনুপস্থিতিতে আইনানুগভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ;

৩.৬) নদী ভাঙ্গন ও অন্যান্য কারণে ঠিকানা পরিবর্তন করে নিরুদ্দেশ খাতকের ক্ষেত্রে জামিনদাতা/উত্তরাধিকারী/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; এবং

৩.৭) গ্রেফতারকৃত, জেল হাজতে রয়েছে এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা বলবৎ রয়েছে এরূপ ঋণগ্রহীতার এক্সিটের আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। তবে জামিন পাওয়া সাপেক্ষে আবেদন গ্রহণ করা যাবে। বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃত, জেল হাজতে থাকা অবস্থায় এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা বলবৎ থাকা অবস্থায় যথাযথ যৌক্তিক কারণে ঋণগ্রহীতার পরিবারভুক্ত সদস্যের আবেদন গ্রহণযোগ্য।

৪। এক্সিট প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বিবেচ্য বিষয়াদিঃ

৪.১) ঋণগ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিভিন্ন কারণে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া;

৪.২) ঋণগ্রহীতা ব্যবসা/প্রকল্প লোকসানে পরিচালিত হওয়া; এবং

৪.৩) ব্যবসা হতে গ্রাহকের অন্তর্মুখী নগদ প্রবাহ বন্ধ কিংবা কিস্তি পরিশোধের জন্য নগদ প্রবাহ অপর্যাপ্ত হওয়া।

চলমান পাতা ০৩

বিষয়ঃ অনাদায়ী ঋণ আদায়/সমন্বয়ে এক্সিট নীতিমালা ।

৫। এক্সিট প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশনাসমূহঃ

৫.১) ঋণগ্রহীতার ব্যবসা, শিল্প বা প্রকল্পের অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণের (অবলোপনকৃত ঋণসহ) ক্ষেত্রে আলোচ্য নীতিমালা কার্যকর হবে;

৫.২) প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে ঋণগ্রহীতার ক্ষতিগ্রস্ততা বিবেচনায় নিয়ে ও সরেজমিনে তদন্তপূর্বক ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে Case to Case যথার্থতার (Merit) ভিত্তিতে এক্সিটের সুপারিশ করতে হবে;

৫.৩) ঋণ গ্রহীতা/যোগ্য আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের তদন্তে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে যৌক্তিক বিবেচিত হলে আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে শাখাসমূহ আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ১০ (দশ) দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে এক্সিট প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ে, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ অনধিক ১০ (দশ) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়ে এবং বিভাগীয় কার্যালয় অনধিক ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করবেন;

৫.৪) এক্সিট প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের সময় বন্ধকী সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য যাচাইপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

৫.৫) সরকারি কোনো অধিদপ্তর হতে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাকে কোন প্রকার ভর্তুকি/প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের ব্যবস্থাপক কর্তৃক এতদসংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে; এবং

৫.৬) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংকের বিরুদ্ধে কোনো মামলা/রীট করা থাকলে তা প্রত্যাহার/খারিজ অন্তে এক্সিটের আবেদন বিবেচনা করতে হবে।

৬। এক্সিট প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কার্যালয়ের বিভাগসমূহঃ

৬.১) **স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ঃ-** সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ১(এক) কোটি টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের এক্সিট প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ শেষে সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন। ১(এক) কোটি টাকার উর্ধ্ব ঋণের এক্সিট প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৬.২) **ঋণ শ্রেণিবিন্যাস ও প্রজেক্ট মনিটরিং বিভাগঃ-** সকল প্রকার প্রকল্প ঋণ এবং প্রকল্পসহ চলতি মূলধন ঋণের এক্সিট প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;

৬.৩) **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগঃ-** আমদানি/রপ্তানি ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের ঋণের এক্সিট প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ; এবং

৬.৪) **ঋণ আদায় বিভাগঃ-** নগদ পুঁজি/চলতি মূলধন এবং অন্যান্য মেয়াদী/স্বল্প মেয়াদী ঋণের এক্সিট প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পাদন;

৬.৫) মাঠ পর্যায়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত এক্সিট প্রস্তাবের বিবরণী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ঋণ আদায় বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। মাঠ কার্যালয় হতে মঞ্জুরীকৃত এক্সিট অবস্থার প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ের সুদ মওকুফ যাচাই কমিটি কর্তৃক যাচাই করে পর্ষদকে অবহিত করতে হবে;

৬.৬) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত এক্সিট প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করতে হবে।

৭। এক্সিট প্রস্তাবের চেক লিস্টঃ

৭.১) পরিশিষ্ট-ক সকল কলামে চাহিত তথ্যাদি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষরিত কপি;

৭.২) ব্যবস্থাপক কর্তৃক গ্রাহকের আবেদনের সত্যায়িত কপি;

৭.৩) মওকুফোত্তর পাওনা পরিশোধে সম্মতিসহ উদ্যোক্তার ঘোষণাপত্র (শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরিত);

৭.৪) ঋণ প্রদানে কোনো অনিয়ম/জাল-জালিয়াতি ছিল কিনা, কোনো নিরীক্ষা আপত্তি (অভ্যন্তরীণ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক নিরীক্ষা) আছে কিনা, ইচ্ছাকৃত খেলাপি কিনা, ঋণগ্রহীতার ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়ে ব্যবস্থাপক কর্তৃক সরেজমিন তদন্তপূর্বক প্রত্যয়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুদক মামলার বিষয়ে প্রত্যয়ন পত্র;

৭.৫) মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে মৃত্যুসনদ ও ওয়ারিশান সার্টিফিকেটের কপি ব্যবস্থাপক কর্তৃক সত্যায়ন করে এবং ওয়ারিশগণের আর্থিক অবস্থার বিষয়ে ব্যবস্থাপকের প্রত্যয়ন সংযুক্ত করতে হবে;

৭.৬) ঋণ হিসাব সংক্রান্ত সকল হিসাবায়নের (অনারোপিত সুদ, কস্ট অব ফান্ড) সঠিকতার বিষয়ে আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তার প্রতিবেদন; এবং

৭.৭) এক্সিট সুবিধার আওতায় Cost of Fund শিথিল করে সুদ মওকুফের সুপারিশ করা হলে Cost of Fund শিথিল এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তার সুপারিশ।

চলমান পাতা ০৪

বিষয়ঃ অনাদায়ী ঋণ আদায়/সমন্বয়ে এক্সিট নীতিমালা ।

৮। অনাদায়ী ঋণ আদায়/সমন্বয়ে এক্সিট সংক্রান্ত উক্ত পরিপত্র সার্কুলার জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে ও পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

02.07.2025

(মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন রাজীব)
মহাব্যবস্থাপক

নং-প্রকা/আদায়/১(৫৯)/২০২৫-২০২৬/০২ তারিখঃ ০২-০৭-২০২৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বিকেবি।
০৬। সচিব, পর্ষদ সচিবালয়/সকল উপমহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। অত্র পরিপত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৭। উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বিকেবি।
০৮। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, বিকেবি।
০৯। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বিকেবি ।
১০। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১১। নথি/মহানথি।

02/07/2025

(মুহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

.....শাখা

.....অঞ্চল।

পরিশিষ্ট- "ক"

বিষয়ঃ মেসার্স.....এর এক্সিটের প্রস্তাব।

ঋণ কেস নং- ঃ

(লক্ষ টাকা)

০১ *ভুমিকা* ঃ

০২ *প্রকল্পের নাম ও অবস্থান* ঃ

০৩ *প্রকল্পের ধরণ* ঃ

০৫ *মালিকানার ধরণ* ঃ

০৬ *ঋণ গ্রহীতা/উদ্যোক্তাদের নাম ও ঠিকানা*

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা		পদবী	শেয়ার
		স্থায়ী	বর্তমান		

০৭ ক) *ঋণের প্রকৃতি ও ব্যবসার ধরণ* ঃ

খ) *মোট প্রকল্প/ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিমাণ* ঃ

গ) *ঋণের অনুপাত (ডেট ইকুইটি)* ঃ

০৮ ক) ঋণ মঞ্জুরী ঃ

ঋণের ধরণ	*ঋণ মঞ্জুরীর তারিখ*	*ঋণ সীমা/ পরিমাণ*	*মঞ্জুরীকারী কর্তৃপক্ষ*
ক) প্রকল্প ঋণ			
খ) চলতি মুলধন ঋণ /নগদ ঋণ/বিল অব একচেঞ্জ ঋণ মঞ্জুর/ সর্বশেষ নবায়ন			
মোট ঃ			

খ) ঋণ বিতরণ

ঋণের ধরণ	সর্বপ্রথম বিতরণের		সর্বশেষ নবায়নের	
	তারিখ	পরিমাণ	তারিখ	পরিমাণ
ক) প্রকল্প ঋণ				
খ) চলতি মুলধন ঋণ /নগদ ঋণ/বিল অব একচেঞ্জ ঋণ বিতরণ/ সর্বশেষ নবায়ন				
মোট ঃ				

০৯ *ঋণ পরিশোধ সূচী (মুল মঞ্জুরী পত্র মোতাবেক)* ঃ

ক) *প্রকল্প ঋণ* ঃ

খ) *চলতি মুলধন ঋণ/নগদ ঋণ/বিল অব এক্সচেঞ্জ ঋণ* ঃ

১০ *প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা* ঃ

১১ *জামানতী সম্পত্তির বিবরণ* (সম্পত্তির পরিমাণ এবং যে এলাকায় অবস্থিত তার মৌজা,ইউনিয়ন,থানা/পৌরসভা ও জেলার নাম বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে।)

ক) *প্রকল্প ও বন্ধকী সম্পত্তি (সর্বশেষ মুল্যায়নের তারিখ)*

	সম্পত্তির বিবরণ	পরিমাণ/ আয়তন/ সংখ্যা	সম্পত্তির অবস্থান (মৌজা,ইউনিয়ন, থানা/ পৌরসভা ও জেলার নামসহ)	গৃহীত মূল্য (এমসিএল)	বর্তমান মৌজা মূল্য	বর্তমান বাজার মূল্য	*তাৎক্ষণিক বাজার মূল্য* (বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই অন্তে তাৎক্ষণিক বাজার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে)
(১)	প্রকল্প ভুমি						
(২)	প্রকল্প ভবন						
(৩)	প্রকল্প যন্ত্রপাতি						
(৪)	অন্যান্য						
৫)	প্রকল্প বহির্ভূত অন্যান্য জামানত						
	মোট						

খ) *প্রকল্প সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা*

(১) প্রকল্প সম্পত্তি বর্তমানে দখলে আছে কিনা ? ঃ

(২) প্রকল্পের জামানতি সম্পত্তি বিক্রি হয়ে থাকলে টাকা ব্যাংকে জমা হয়েছে কি-না ?(জমার তারিখ ও টাকার পরিমাণ) ঃ

(৩) টাকা জমা না হয়ে থাকলে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ? ঃ

(৪) দূর্যোগের কারণে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থহয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সময়কাল (তারিখসহ) ঃ

গ) *জামিনদাতার নাম, ঠিকানা ও আর্থিক অবস্থা* ঃ

১২ *ঋণগ্রহীতাদের জামানত বহির্ভূত অন্যান্য সম্পত্তি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ* ঃ

১৩ *ঋণটি জাল জালিয়াতির মাধ্যমে সৃষ্ট কিনা (হ্যাঁ/না)* ঃ

১৪ *ঋণগ্রহীতা ইচ্ছাকৃত খেলাপি কিনা (হ্যাঁ/না)* ঃ

১৫ *ঋণ আদায় না হওয়ার/ প্রকল্পের রুগ্নতার কারণ* ঃ

ক)

খ)

গ)

১৬ *প্রকল্প/ব্যবসা বন্ধের কারণ ও তারিখ* ঃ

১৭ *পুনঃ তফসিলীকরণ সংক্রান্ত বিবরণ*

ক) কতবার পুনঃতফসীল করা হয়েছে ঃ

খ) পুনঃ তফসীল মোতাবেক পরিশোধসূচী ঃ

গ) কি কি কারণে ঋণটি পুনঃতফসিল করা হয়েছে ঃ

ঘ) প্রদত্ত পুনঃতফসিল সুবিধা বাস্তবায়ন না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ

১৮ *ইতোপূর্বে সুদ মওকুফ করা হয়ে থাকলে তার বিবরণ*

ক) মওকুফ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পর্ষদ সভা নং ও তারিখ) ঃ

খ) সুদ মওকুফের পরিমাণ ও হার ঃ

গ) মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য পাওনা ঃ

ঘ) মওকুফ পরবর্তী আদায়

ঙ) প্রদত্ত মওকুফ সুবিধা বাস্তবায়ন না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ

১৯। ক) *ঋণ আদায়ের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণঃ*

জারীকৃত নোটিশের নাম	সংখ্যা	নোটিশ ইস্যুর সর্বশেষ তারিখ
ডিমান্ড নোটিশ		
লিগ্যাল নোটিশ		
স্পেশাল নোটিশ		
উকিল নোটিশ		
অন্যান্য নোটিশ		

খ) *জামানতি সম্পত্তি নিলাম করা হয়ে থাকলে তার বিবরণ (তারিখ উল্লেখপূর্বক বিজ্ঞপ্তির কপি সংযুক্ত করনন):*

গ) *জামানতি সম্পত্তি নিলাম করা না হয়ে থাকলে তার কারণঃ*

২০ *মামলা দায়ের করা হয়ে থাকলে তার বিবরণসহ সর্বশেষ অবস্থা*

ক) মামলা দায়েরের তারিখ ও মামলা নং	ঃ	
খ) আদালতের নাম	ঃ	
গ) *মোট দাবীর পরিমাণ (মামলা দায়েরের তারিখ পর্যন্ত)*	ঃ	
১. আসল	ঃ	
২. আরোপিত সুদ	ঃ	
৩. অনারোপিত সুদ	ঃ	
৪. মামলা খরচ	ঃ	
৫. অন্যান্য খরচ	ঃ	
মোট	ঃ	

ঘ) *মামলা দায়েরের পর থেকে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ* ঃ

ঙ) মামলার রায় হয়ে থাকলে রায়ের তারিখ, ডিক্রিকৃত টাকার পরিমাণ এবং রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

চ) জারী মামলা দায়েরের তারিখ ও দাবীর পরিমাণ ঃ

ছ) ঋণগ্রহীতা/ব্যাংক কর্তৃক আপীল দায়ের করা হলে আপীল দায়েরের তারিখ ও মামলা নং ঃ

জ) ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের বিরুদ্ধে রীট মামলা দায়ের করে থাকলে ঃ

১. রীট মামলা নং ঃ

২. রীট মামলা দায়ের করার তারিখ ঃ

৩. রীট মামলার বর্তমান অবস্থা ঃ

ঝ) *মামলার সর্বশেষ অবস্থা* ঃ

২১ *মামলা দায়ের না করে/জামানতি সম্পত্তি নিলাম না করে সুদ মওকুফ সুপারিশ করা হলে তার সুনির্দিষ্ট কারণ* ঃ

২২ ক) নিরীক্ষা/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী /বিতরণে কোন অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকলে তার বিবরণঃ ঃ

খ) অভিযুক্ত/দায়ী কর্মকর্তা/ কর্মচারীর (যদি থাকে) বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ ঃ

২৩ *ঋণ হিসাবের অবস্থা (প্রস্তাব প্রেরণের মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত)*
ঋণের প্রকৃতিঃ প্রকল্প/চলতি মুলধন ঋণ /নগদ ঋণ/ বিল অব এক্সচেঞ্জ ঋণ
ক) (০১).....তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প ঋণ হিসাবের অবস্থা

বিবরণ	পাওনার বিভাজন	আদায়	মেয়াদোত্তীর্ণ	অনাদায়ী স্থিতি (লেজার ব্যালেন্স)
১) আসল				
২) আরোপিত সুদ (..... তারিখ পর্যন্ত)ঃ *(ক) আয় খাতে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ*				
(খ) ৫২ স্থগিত খাতে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ				
৩) অনারোপিত সুদ ---------- ----------থেকে ----------পর্যন্ত				
৪) অন্যান্য খরচ(কোর্ট ফি,লিগ্যাল চার্জ,ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি)				
মোট ঃ				

ক(০২)).....*তারিখ পর্যন্ত চলতি মুলধন/নগদ ঋণ/বিল অব এক্সচেঞ্জ ঋণ হিসাবের অবস্থা ঃ*

বিবরণ	পাওনার বিভাজন	আদায়	মেয়াদোত্তীর্ণ	অনাদায়ী স্থিতি (লেজার ব্যালেন্স)
১) আসল				
২) আরোপিত সুদ(.....তারিখ পর্যন্ত)ঃ *(ক) আয় খাতে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ*				
(খ) ৫২-স্থগিত খাতে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ				
৩) অনারোপিত সুদ---------- ----------থেকে *----------পর্যন্ত*				
৪) অন্যান্য খরচ(কোর্ট ফি,লিগ্যাল চার্জ,ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি)				
মোট ঃ				
সর্বমোট ঃ ক(১)+ক(২)				

খ) ডাউন পেমেন্ট জমার পূর্বে পরিশোধের পরিমাণ ঃ
গ) ডাউন পেমেন্ট জমার পরিমাণ ঃ
ঘ) ডাউন পেমেন্ট পরিবর্তি জমা (যদি থাকে)
ঙ) মোট পরিশোধ (খ+গ+ঘ) ঃ
চ) বর্তমান নীট পাওনা (ক- ঙ) ঃ
ছ) ঋণের ষ্ট্যাটাস ঃ ঃ
১) নিম্নমান (সুত্র তারিখ) ঃ
২) সন্দেহজনক (সুত্র তারিখ) ঃ
৩)মন্দ/ক্ষতি (সুত্র তারিখ) ঃ

২৪ *ঋণ অবলোপন সংক্রান্ত তথ্য* ঃ
ক) অবলোপনের তারিখ (পর্ষদ সভা নং ও তারিখ) ঃ
খ) অবলোপনকৃত টাকার পরিমাণ ঃ
গ) অবলোপনের পর মোট আদায় ঃ

২৫ *ঋণগ্রহীতা কর্তৃক এক্সিটের আবেদনের তারিখ*

২৬ *ডাউনপেমেন্ট জমা দেওয়ার তারিখ*

২৭ *উদ্যোক্তার আবেদনে উলেস্নখিত কারণসমুহ* ঃ
ক)
খ)
গ)

২৮ *এক্সিটের বিবেচিত হলে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধের বিষয়ে আবেদনকারীর ঘোষণা ঃ*

২৯ *ঋণ গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি বা অন্য কোন সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে চাইলে তার বিবরণঃ*

৩০ *ঋণ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে ওয়ারিশগণের নাম, ঠিকানা, তাদের আর্থিক অবস্থা/সম্পদ,পরিসম্পদের অবস্থা এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা* (ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার মৃত্যুর তারিখ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে)ঃ

৩১ *প্রকল্প ও চলতি মুলধন ঋণের 'কষ্ট অব ফান্ড' (ঋণ প্রদানের তারিখ থেকে প্রস্তাব প্রেরণের মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত) ঃ*

১। 'কষ্ট অব ফান্ড' ঃ ক) *ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ডিএফ পর্যন্ত আরোপিত সুদ*	টাকা।
খ) দৈনিক প্রডাক্টের ভিত্তিতে কস্ট অব ফান্ডঃ (ফর্মুলাঃ- মোট দৈনিক প্রডাক্ট × Cost of Fund এর হার) ৩৬০×১০০	
গ) মোট কস্ট অব ফান্ড (ক+খ)	
ঘ) কস্ট অব ফান্ড সংরক্ষণ করে আদায়যোগ্য (আসল+ মোট কস্ট অব ফান্ড +অন্যান্য)	
২। কার্যকরী সুদের পরিমাণ ঃ (ফর্মুলাঃ- প্রস্তাবনা অনুযায়ী সর্বমোট আদায়-আসল- অন্যান্য)	
৩। কার্যকরী সুদের হার ঃ (ফর্মুলাঃ-৩৬০×১০০×(আদায়কৃত + আদায়যোগ্য সুদ) মোট দৈনিক প্রডাক্ট	%

৩২ *প্রস্তাবের সার-সংক্ষেপ*

বিতরণকৃত ঋণের পরিম ণ ও তারিখ	মোট পাওনা	মোট পরিশোধ (ডাউন পেমেন্ট সহ)	বর্তমান পাওনা	প্রস্তাবিত সুবিধার বিবরণী	*মওকুফোত্তর* আদায়যোগ্য টাকা
০১	০২	০৩	০৪(২-৩)	০৫	০৬

৩৩ *প্রস্তাবের যৌক্তিকতা*
(সকল কলাম সঠিকভাবে পূরণ করে কেস টু কেস মেরিটের ভিত্তিতে উপস্থাপন কর ন)

৩৪। *সরেজমিনে তদন্তে এক্সিটের যৌক্তিকতার বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তার সুস্পষ্ট মতামত এবং সুপারিশ ঃ*

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহর সহ)

৩৫। *এক্সিটের নীতিমালার আলোকে শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্য ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ঃ*

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহর সহ)

৩৬। *আঞ্চলিক প্রধানের মন্তব্য ও সুপারিশ* (ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহর সহ)

৩৭। *বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের মন্তব্য ও সুপারিশ ঃ*

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহর সহ)